যুগান্তর

তারিখ ... JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তি সংকট নিয়ে যুগান্তর আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে পরামর্শ

কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে সব ধরনের জিপিএ'র কোটা নির্ধারণ করে দিতে হবে

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষরা বলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংকট মোকাবেলায় কলেজগুলোকে সব ধরনের জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তির কোটা নির্ধারণ করে দিতে হবে। পাশাপাশি দেশের পুরনো সরকারি ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোর মানোন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। যদি সব কলেজে লেখাপড়ার মান নিশ্চিত করা যায়, তবে কোন কলেজকেই আজকের মতো ভালো বা খারাপ বলা যাবে না। এখন সরকারকে ঠিক করতে হবে কিভাবে লেখাপড়া নিশ্চিত করা হবে। তারা এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা এবং সপ্তাহের ছয়দিনই কর্মস্থলে হাজিরা নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, ভালো ফলাফল করেছে এমন স্কুলে সক্ষমতার বিচারে কলেজ খুলতে দিতে হবে। যেখানে কলেজ আছে, সেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। ভালো কলেজে আসন বাড়াতে হবে। আর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভালো মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। তাতে উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনে 'ভিলেজ অ্যালাউন্স' প্রবর্তনের পাশাপাশি আকর্ষণীয় বেতন দিতে হবে। যাতে শিক্ষকরা কোচিং ব্যবসার দিকে ঝুঁকে না পড়েন। সার্বিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যদি রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ের বাইরে আনা যায় এবং প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করা না যায়, তবে ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কোনদিনই বাড়বে না। যুগান্তর আয়োজিত 'কোথায় ভর্তি হবো?' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় উঠে আসে এসব পরামর্শ। শনিবার প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুগান্তর সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলাম এমপি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন যুগান্তরের উপসম্পাদক সোহরাব হাসান। এ সময় সহযোগী সম্পাদক কবি মাহবুব হাসান, চিফ রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম রতনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। যুগান্তর সম্পাদক ও প্রকাশক সালমা ইসলাম এমপি বলেন, কয়েকদিন আগে প্রকাশিত এসএসসির রেজাল্ট দেখে সারাদেশ খুশি হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সমস্যা 'কোথায় ভর্তি হবো।' দেখা গেছে, গুটিকয়েক কলেজের ব্যাপারে সবাই আগ্রহী। এ অবস্থায় যেহারে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের পছন্দের কলেজে জায়গা দিতে না পারলে, চান্স না পাওয়া বাকি শিক্ষার্থীরা যাবে কোথায়? তিনি বলেন, যেহেতু বাস্তব সমস্যাটা অধ্যক্ষরাই মোকাবেলা করেন, তাই উত্তরণে করণীয়টা সঠিকভাবে তারাই বলতে পারবেন। তিনি আশা করেন সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে জাতি দিকনির্দেশনা পাবে। একজন সাংসদ হিসেবে সমস্যাটি তিনি সংসদে আলোচনা করবেন

হবে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

হবে : জিপিএ'র কোটা নির্ধা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলে উল্লেখ করেন।

নির্বাহী সম্পাদক সাইফুল আলম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জাতীয় শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। আপনাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারই ভিত্তিতে দেয়া পরামর্শ সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হবে। যুগান্তর সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আজকের গোলটেবিল আলোচনা সেই প্রয়াসেরই অংশ। তিনি বলেন, সরকার শিক্ষার মানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তারপরও বিশেষ করে পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই দেখা দেয় ভর্তি সমস্যা। 'কোথায় ভর্তি হবো?'— এ প্রশ্ন অনেক সময় আর্তনাদের মতো ধ্বনিত হয়। অথচ দেশে পর্যাপ্ত কলেজ রয়েছে। এ অবস্থায় আমরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ চাই।

আলোচনার শুরুতে সঞ্চালক সোহরাব হাসান বলেন, পরীক্ষার চেয়ে ভর্তি সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। এক আসনের বিপরীতে একশ ভর্তিচ্ছু অবতীর্ণ হয়। সরকার ব্যবস্থা করার চিন্তাভাবনা করছে। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সরকারকে আরও এগিয়ে নেবে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, আসলে সমস্যা হচ্ছে সিস্টেমের। এটা অনুসৃত আর উন্নয়ন হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তিনি বলেন, গ্রাম-শহরের শিক্ষার মানের বৈষম্য প্রকট। শহরের যে বয়সের শিক্ষার্থীর স্কুলে দক্ষতা ৭০ ভাগ হয়, গ্রামে সেখানে হয় মাত্র ২ ভাগ। এটা জাতির আগামী নেতৃত্বের জন্য অশনি সংকেত। তিনি শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, মূল্যায়ন, ক্লাসরুম পাঠাভ্যাস আকর্ষণীয় ও নিশ্চিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এদেশের আর্থ-সামাজিক যে অবস্থা তাতে ক্লাসরুমের পাঠ নিশ্চিত করা না হলে শিক্ষার্থীরা লাভবান হবে না। অভিভাবকরা স্বভাবতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করে থাকেন।

নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা বলেন, অভিভাবকরা আসলে 'শিক্ষার পরিবেশ' দেখে কলেজের ভালো-মন্দ নির্বাচন করেন। 'পরিবেশ' হল কোথায় 'লেখাপড়া হয়'। যদি সব কলেজে লেখাপড়া নিশ্চিত করা যায়, তবে কোন কলেজই মন্দ নয়। এখন সরকারকে ঠিক করতে হবে কিভাবে লেখাপড়া নিশ্চিত করবে। তার মতে, জিপিএ-৫ বাড়ার সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়ার সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে উদারভাবে নম্বর দেয়ার যে চাপ রয়েছে, সে নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। শিক্ষার্থীকে ক্লাসে পড়ানো হবে। তারই ভিত্তিতে সে যা লিখবে সেই অনুপাতে নম্বর দিতে হবে। তাই ক্লাসের লেখাপড়া নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দশম শ্রেণীতে লেখাপড়া শেষ করার পর একাদশ শ্রেণীতে লেখাপড়া শুরুর মধ্যকার সময়ের ব্যবধানকে কমানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, অন্যথায় ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে। অধ্যক্ষ কস্তা কলেজে ভর্তিতে ২০ ভাগ গ্রামাঞ্চল কোটা নিশ্চিত এবং ভর্তিতে সব ধরনের জিপিএ'র কোটা নির্ধারণেরও পরামর্শ দেন।

বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মেরিনা জাহান বলেন, অনেকের অভিযোগ যে তার কলেজসহ সরকারি কলেজগুলো বর্তমানে ভালো করতে পারছে না। তিনি নিজের কলেজের ব্যাপারে লোকেশন সমস্যা এবং দরিদ্র শিক্ষার্থী ও তুলনামূলক কম মেধাবীদের ভর্তির বিষয়টি তুলে ধরেন। অধ্যক্ষ বলেন, অনেক স্কুলেই ক্লাসের পাশাপাশি কলেজ-কোচিংকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু দরিদ্র শিক্ষার্থীর কারণে তারা তা পারছে না। বিপরীত দিকে তথাকথিত ভালো বলে চিহ্নিত কলেজগুলো ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি করার প্রবণতাও তাদের ভালো করার কারণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভর্তিতে আসলে সমস্যা নেই। কেননা তার কলেজে আসনই পূর্ণ হয় না। তাই এ সমস্যা শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিচারে সেরা কলেজগুলোর, সার্বিকভাবে নয়। তিনি বলেন, সব ধরনের কলেজেই কোটার নিরিখে সব ধরনের জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক শ্যামলী আকবর বলেন, ভালো কলেজ-মন্দ কলেজ বলে বিভাজন করার আগে চিন্তা করতে হবে। কেননা এতে মনে হয়, গ্রামাঞ্চলের কলেজ মন্দ। আসলে কি তাই? তিনি বলেন, অনেক সরকারি কলেজকে মন্দ বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ তারা অনার্স-মাস্টার্সে ভালো করাচ্ছেন। তাহলে দাবিটির আর যৌক্তিকতা থাকে না। তিনিও ভর্তিতে সারাদেশের কলেজকে সব ধরনের মেধাবী বা জিপিএধারীদের সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জিপিএ-৫ যারা পায়নি তারা যে কম মেধাবী তা বলা যাবে না। তাই তাদের ভর্তির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে সহশিক্ষা ও এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটিকেও ভর্তিতে যোগ্যতার মাপকাঠিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন।

কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শফিউল আলম বলেন, পাস করা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আজ মাতামাতি। অথচ ৩০ ভাগ শিক্ষার্থী যে মূল স্রোতধারা থেকে হারিয়ে গেল তাদের ব্যাপারে আলোচনা নেই। তিনি বলেন, তিনি নিজে চট্টগ্রামে বেসরকারি কলেজে ভর্তি না হয়ে বিশেষ আকর্ষণে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হতে আসেন। অথচ বর্তমানে বিএম, বিএল, কারমাইকেলসহ পুরনো সেসব ঐতিহ্যবাহী কলেজের আকর্ষণ নেই। কিছুদিন আগে যুগান্তরের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এসব কলেজে শিক্ষক নেই। অবকাঠামো থাকলেও তা অব্যবহৃত। অধ্যাপক আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের ঢাকা বা শহরমুখিতা রোধ করতে হবে। এসব ঐতিহ্যবাহী কলেজ আকর্ষণীয় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার মানোন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেন।

রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল এএসএম মুশফিকুর রহমান বলেন, আসলে সারাদেশেই ভালো কলেজ তেমন নেই। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভালো এবং আকর্ষণীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে আদর্শ ক্লাস সাইজ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শৃংখলা, সিস্টেম ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। কর্নেল মুশফিক বলেন, যারা জিপিএ-৫ পায়নি, তারা যে খারাপ শিক্ষার্থী তা নয়। তাই তাদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভর্তি সমস্যা মোকাবেলার চেয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে বেশি মনোনিবেশ করলে ভালো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়বে। আর এজন্য দরকার জাতীয় নীতি। তিনি ভালো প্রতিষ্ঠান বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে বলেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শহরে যেমন বেশি বাড়ি ভাড়া দেয়া হয়, তেমনি গ্রামের জন্য 'গ্রাম অ্যালাউন্স' দিতে হবে। বেতন ডাবল করে আকর্ষণ বাড়ানো হোক। দেখা যাবে শহর-গ্রামের বৈষম্য কমে যাবে। এসব পদক্ষেপ না নিলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব। কমবে না বৈষম্য।

মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এএএম তালিবুল রহমান বলেন, ভালো ফল করে যদি কোন শিক্ষার্থী ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পারে তবে তার দায় জাতিকেই নিতে হবে। আমার প্রশ্ন এখানে নয়, আমার প্রশ্ন হল শিক্ষার্থীর পছন্দের তালিকা কেন বড় হবে না। মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যদি বাড়ানো যায়, তাহলে আর সমস্যা থাকে না। তার প্রশ্ন, একই প্রশিক্ষণ একই নীতিমালা সবকিছু অনুসৃত হলে একটি ভালো হলে পাশেরটি ভালো হবে না কেন। তিনি বলেন, আপাতত ভর্তির চাপ কমাতে স্কুলের সঙ্গে কলেজ খুলতে হবে। যেখানে কলেজ আছে, তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মানোন্নয়নে সহায়তা করতে হবে। কেননা অনেক কলেজই বলেছে, তারা শাখা খুললেও শিক্ষক পায়নি। ফলে মানের আর উন্নয়ন ঘটে না। আর শিক্ষার্থী যেখানে পাস করেছে, কলেজ থাকলে সেখানে ভর্তি হতে হবে। এসব নিশ্চিত করা গেলে সাময়িকভাবে সমস্যা মোকাবেলা সম্ভব।

মুন্সীগঞ্জের সরকারি শ্রীনগর কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হারাধন গাঙ্গুলি বলেন, বর্তমানের শিক্ষক খারাপ নয়, বরং মিশনারি চিন্তার পরিবর্তে পেশাদারি চিন্তা দখল করেছে তাদের। তিনি বলেন, সরকারি কলেজে দুই সমস্যা— শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নেই। পদোন্নতির জন্য তার কার্যক্রমের মূল্যায়ন নেই। ফলে দিন দিন সরকারি কলেজের শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবকের কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে। ভর্তি হচ্ছে না শিক্ষার্থী। তিনি মানোন্নয়নে শিক্ষকদের দায়বদ্ধ করা, বৈষম্য নিরসন, শিক্ষক মনিটরিং, সরকারি-বেসরকারি উভয় শিক্ষকদে[র] এসিআরের ব্যবস্থা, উচ্চতর শিক্ষার জন[্য] ছুটি নেয়া শিক্ষকদের শিক্ষার্জন শে[ষে] বাধ্যতামূলকভাবে কলেজে একটি সম[য়] পর্যন্ত চাকরি নিশ্চিতের পরামর্শ দি[য়ে] বলেন, অন্যথায় ভালো মানের কলে[জ]